OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 01 - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মালাকার, মালী ও মালিনী : বিদ্যাপতির কবিতায় মালার অবিস্মরণীয় শিল্পরূপ

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া
Email ID: ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Garland-makers, Garland of flowers (Puspamala), Kajla Malini, Hira Malini, Vidyapati, Garland of wild flowers (Banamala), Garland of kadam (Kadambamala), Garland of malati (Malatimala), Beauty.

Abstract
Allusion of garland comes frequently in poetry of Vidyapati. The community of garland- makers, weaving garlands of flowers, a beautiful artistry, are Lord Biswakarma's sons, according to Brahmabaibarta Puran. Defying the angry glares of Brahmanism, they all sought for their independent entity, but fell as a consequence of their curse. In Bengali literature, we get the existence of garland-maker community in the folktale 'Puspamala' of 'Thakurdadar Jhuli' by Dakshinaranjan Mitra Majumdar. We find garland-makers in 'Padmapuran' by Bijoy Gupta. Garland maker Kajla Kamini is an amazing artisan in 'Manasamangal' of Ketakadas Kshemananda. In Kablkankan's 'Chandimangal' the community of garland-makers settle themselves in Gujrat city at the time of its set up. Hira malini is a wonderful craftsman in 'Annadamangal' by Bharatchandra'. She decorates garlands of different flowers exquisitely. Hence poetry becomes poetry of flowers. Sri Chaitanyadev himself is a unique garland-maker in Krishnadas Kabiraj's 'Chaitanyacharitamrita'. Vidyapati is always allured by garlands of malati most besides lotus and kadamba. Garland of diamond, pearl and rudraksha also are found in plenty in Vidyapati's poetry. In his poetry, tenderness of flowers brilliantly signifies the beauty and passion of love. Garlands also are the symbol of the exhaustive union of Lord Krishna and Radha. With mastered sensibility and tolerance he uses garlands as the open space for love. Unlike reverent Baisnabas of sixteenth century, garlands in Vjdyapati's poetry are resounding in vitality of life.

Discussion

১

বলতে গেলে, সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে মালাকার সম্প্রদায়ের রাজ-রাজত্ব। প্রেমের সৌন্দর্য পুষ্প শোভায় সুশোভিত। রাখাল বালকেরা কৃষ্ণের সখা। তাঁরা কেউ গলায় পরেছেন বনমালা। কারো মাথায় শোলার মোহন চূড়া। যশোদা কিশোর কৃষ্ণকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চুড়ো পরিয়েছেন। শোলার কারুকার্য খচিত সে চুড়োতে রয়েছে ময়ূর পুচ্ছের পালক। মালাকার সম্প্রদায় এই শিল্পের স্রষ্টা। মালী-মালিনী এই সম্প্রদায়ের পরম্পরা সন্তান-সন্ততি।

মালাকারেরা বিশ্বকর্মার সন্তান। বিশ্বকর্মার নবম সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মালাকার। 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্' – গ্রন্থের 'ব্রহ্মখণ্ডম্' অংশের দশম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে—

"কৃতশিক্ষিতশিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক।
পূর্ব্বপ্রাক্তনতো যোগ্যান্ বলযুক্তান্ বিচক্ষণান্।।
মালাকার - কর্ম্মকংসশঙ্খকার – কুবিন্দকান্।
কুম্ভকার – সূত্রধার – স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা।।"[১]

হিন্দুপুরাণে বিশ্বকর্মা হলেন শিল্পের দেবতা। তাঁর নয় সন্তানও ছিলেন শিল্পকার্যে বিচক্ষণ, শিক্ষিত ও সুবিবেচক। মর্ত্য পৃথিবীতে মালাকার সম্প্রদায় শিল্পকলায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সমকালের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নির্দেশিত পথে শিল্প সৃষ্টি না করার কারণে তাঁরা অভিশাপগ্রস্ত এবং পতিত হয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁরা সমাজে নিম্নবর্গীয়, অচ্ছুত এবং ব্রাত্য হয়ে গেলেন। পুরাণকার লিখেছেন—

"পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ।"[২]

মালাকার সম্প্রদায় মালা তৈরি করেন। মালাকারেরা কেবল ফুলের মালাই গাঁথেন না, ফুল তোলা, ফুলের সাজসজ্জা ও অলংকার তৈরি, বাড়ি বাড়ি পুজোর ফুল পৌঁছে দেওয়া, রাজবাড়িতে ফুলের জোগান দেওয়া, এছাড়া বিবাহ – উৎসব অনুষ্ঠানেও মালী বা মালিনীরা কাজ করতেন। আরও বলতে হয়, মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা হচ্ছেন শোলাশিল্পী। দেবদেবীর মূর্তি, বরকনের টোপর, চূড়া, চাঁদমালা, কনের সাজ, শোলার নৌকা, খেলনা, টিয়াপাখি, হাঁস, নানা রকমের পুতুল এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা তৈরি করতেন। মন্দিরময় ভারতবর্ষের মন্দিরে মন্দিরে মালী বা মালিনীরা ফুলের যোগান দিতেন। মালী বা মালিনী সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েন। তারপর নিত্যকর্ম সেরে তাঁরা বাগানে ফুল তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েন। মালাকারদের দু'টি শ্রেণি যথাক্রমে – ফুলকাটা মালী ও দোকানে মালী। ফুলকাটা মালী ফুলের মালা ও শোলার গহনা সামগ্রী তৈরি করেন। অপরপক্ষে দোকানে মালী ফুল ও শোলার শিল্পসামগ্রী বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় পাড়ায় কিংবা হাটে বাজারে বেচেন। H. H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' – (vol. – II) – গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Mali, Malakar, a Caste employed in making garlands and providing flowers for the service of Hindu temples. …They are divided into two main groups – the Phulkata Mali, who make ornaments, toys, etc, from the pith of the sola, and the Dokane – Mali, who keep shops."[৩]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মালাকার সম্প্রদায়ের পরিচয় আছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' গ্রন্থের 'পুষ্পমালা' রূপকথাটিতে মালী-মালিনীর কর্ম পরিসর ও সমাজ বাস্তববতার চেনা পরিমণ্ডল বিধৃত হয়েছে। রূপকথা যে শুধু অলৌকিক নয়, সামাজিক জীবনের প্রতিফলন, তা ফুটে উঠেছে এখানে। সেই সেকালে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে রমণীরা যাদুশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। মালিনী যাদুর দ্বারা মানুষকে ছাগল ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারতেন। বড় মালিনীর হিংসে হল। তিনি আড় চোখে তাকালেন। আর ফুঁ দিয়ে বিনিসুতোয় আধগাঁথা মালাগাছি ছেড়ে দিলেন। আর তাতেই চন্দন (কোটালপুত্র) মস্ত দাড়ি - ছাগল হয়ে মালিনীর পিছু নিলেন। কিন্তু সতীত্বের তেজে পুষ্পমালার কিছু হল না। বাংলার লোক সাহিত্যে মালী-মালিনীরা ফুলের সাজি, ফুলের ডালি নিয়ে আজও ফুলের বাগান পরিক্রমা করে। 'পুষ্পমালা' রূপকথায় মেলে –

"সে সময়, মালী মালিনী ফুলের সাজি ফুলের ডালি নিয়া বাগানে আসিয়াছে।"[৪]

বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ লখিন্দরের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের লোকশিল্পীকুল তাঁদের শিল্পসম্ভার নিয়ে বিবাহসভায় চলেছেন। চলেছেন গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, গোয়ালা, কুলীন ব্রাহ্মণ, নাপিত, ডোম, তেলি, গণক, ধোপা, ছুতোর, হালই, বারই, ঢাকি এবং মালাকার সম্প্রদায়। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

"সুন্দর পরিধান মাথে পুষ্পের ডালি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একে চাপে চলিয়াছে নও শত মালি।।”[৫]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে মালিনী কাজলা কামিনীকে লখিন্দরের বিবাহ উপলক্ষ্যে আহ্বান করেছেন বণিক চাঁদ সদাগর। মালাকার সম্প্রদায়ের রমণী তিনি। বরকনের জন্য ফুল কেটেছেন, টোপর নির্মাণ করেছেন, নানা চিত্র এঁকেছেন। মউড়ে নানা দেবদেবীর চিত্র এঁকেছেন তিনি। অবশ্য লখিন্দরের ক্ষতির আশঙ্কায় সর্পের চিত্র তিনি আঁকেননি। কিন্তু দেবী মনসা কাজলা কামিনীকে ভয় দেখালেন। মনসার প্রবল চাপে তাঁর নির্দেশককে উপেক্ষা করার সাহস হল না মালিনীর। তিনি লুকিয়ে টোপরের উপরে কালসর্প আঁকলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লিখেছেন—

“কাজলা কামিনী ডাকি আনি সদাগর।।
কাজলা কামিনীরে তবে সাধু দিল পান।
কাজলা কামিনী করে টোপর নির্মাণ।।
নানা চিত্র করে তাহে কাটে ফুল কত।
সোনা রূপা হীরা মণি মুক্তা সুশোভিত।।
...
ত্রিভুবনের চিত্র কর মউরে লিখন।
তার মধ্যে মোর সর্প নাহি কি কারণ।।
হংসরথে বিষহরী যান নিজ পুরী।
লুকাইয়া কালসর্প লিখিল টোপরি।।
টোপর আনিয়া দিল সাধু বিদ্যমান।
বহু ধনে সাধু তারে করিল সম্মান।।”[৬]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। ব্যাধ যুবক কালকেতু অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষ ছেদনের মধ্য দিয়ে অরণ্য সংস্কার করে প্রজা বসিয়েছেন। গুজরাট নগর পত্তন তাঁর হাত দিয়ে হয়েছে। নানা বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষও এসেছেন নগরীতে (গ্রাম)। স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। এসেছেন মালাকার সম্প্রদায়। মালী এসেছেন। ফুলের মালা গেঁথেছেন, মউড় ও ফুলঘর গড়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

“মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।”[৭]

‘অন্নদামঙ্গল’ – কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনায় একটি খণ্ডকে টইটম্বুর করে তুলেছেন। কাব্যের ‘দ্বিতীয় খণ্ড’-এ বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনীই মূল উপজীব্য। রাজকন্যা বিদ্যাকে লাভ করতে গিয়ে সুন্দরের জীবন সংশয় হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী আশ্চর্য সৃষ্টি। পুরানো যুগ শেষ হয়ে নতুন যুগের অরুণোদয় তাঁর কাব্যেই স্পষ্ট হয়েছে। অনতি অতীত যুগের অন্তঃসারশূন্যতা কবির কাব্যবোধকে তীক্ষ্ণ করেছে। হীরার ধার আছে। রাজার মালিনী তিনি। এই মালিনী কুটনী চরিত্র। তাঁর চতুরতা, কুটিলতা ও অভিসন্ধি সহজেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের ‘মাল্যরচনা’ অংশে হীরা মালিনীর শিল্পকর্মের অসাধারণত্বকে চিত্রশোভিত করেছেন ভারতচন্দ্র। কবি লিখলেন—

“কি এ মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কামমধুব্রতপালিকা।।”[৮]

মালিনী উদ্যান থেকে ফুলরাশি সংগ্রহ করে এনেছেন। দেবাদিদেব মহেশ্বরের পূজার জন্য এনেছেন বিল্বপত্র, এনেছেন জবাফুল, পদ্ম, কুমুদ, মল্লিকা, অশোক, কিংশুক, মধুটগর, চম্পক, পলাশ, নাগকেশর, শিউলি, ধুতুরা, কুন্দ, অতসী,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অপরাজিতা প্রভৃতি কত রকমের ফুল। কবি অংশটির শেষ চরণে তাঁর আপন সৃষ্টিকে 'ফুলকবিতা' ও 'কবিতারসের শালিকা' শব্দ অনুবন্ধে চিহ্নিত করেছেন। কবি লিখলেন—

পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নবরবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
অশোক কিংশুক মধুটগর
চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর
গন্ধরাজ জুতি ঝাঁটি মনোহর
বাসক বক সেফালিকা।।
...
ধুতূরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুলকবিতা
কবিতারসের শালিকা।।"[৯]

চৈতন্য জীবনীকার কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের 'আদিলীলা'র নবম পরিচ্ছেদে মালাকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেব ছিলেন প্রেম অবতার। পৃথিবীতে মানবতার পুনর্জন্ম ঘটেছিল তাঁর মধ্য থেকে। তাঁর বাল্যনাম ছিল বিশ্বম্ভর। তিনি মনে করেছেন, তাঁর এই নাম তখনই সার্থক হবে, যখন এ বিশ্ব প্রেমপূর্ণ হবে। এ সব ভেবেই মহাপ্রভু মালাকারের বৃত্তি – ধর্ম গ্রহণ করলেন। প্রেম – ভক্তির কল্পবৃক্ষ রূপে অবতীর্ণ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। আপন গুণে চৈতন্যদেব হলেন ভক্তি – বৃক্ষ পরিচর্যার মালি। এই প্রেম ফল অমৃত মধুর। যার মূল্য গণনা করা যায় না। প্রেম বৃক্ষ পরিবার সদৃশ। মালাকার চৈতন্যদেব বৃক্ষ পরিবারকে সযত্নে লালন করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃতমধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল।।
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার।।
...
অতএব আমি আজ্ঞা দিলো সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে।।
একলে বা আমি মালী কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব।।
...
এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল তবে বৃক্ষ-পরিবার।।
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক লইল সকল।।
...
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন।।"[১০]

আজকের পৃথিবীতে প্রেম রত্নরূপ ফল বিতরণের মানুষ কই? রোদ্দুর প্রবাসী। বিশুদ্ধ মানুষের বিবেককে গুটিপোকা কুরে কুরে খায়। কোথায় হারালো সেই সব মালী ও মালিনীরা – তা কে বলতে পারে?

২

কবি বিদ্যাপতি। মালতী পুষ্প মালার কবি তিনি। মালতী (Malati-Aganosma dichotoma)-এদেশের এক বিশেষ লতানো পুষ্প বিশেষ। একে অনেক সময় ভুল করে মধুমালতীও বলা হয়। মালতী ও মাধুমালতী দুটি ভিন্ন ফুল। মালতী ফুল দেখতে কিছুটা শিউলি ফুলের মত। সাদা রঙের এই ফুলটি গন্ধ যুক্ত, পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট, সরু ও লম্বা। বাঙালির আদৃত ফুল। এটি অ্যাপোসিনেসি 'Apocynaceae' (Oleander family)-পরিবারের একটি উদ্ভিদ। এটি সৌন্দর্য ও কোমলতার প্রতীক। মালতী (মাল – বিষ্ণু + √অত্ + ই (ইন) – ক + স্ত্রী ঈ) অর্থাৎ যা সৌরভ ধারণ করে। যা বিষ্ণুকে পায় – তাইই মালতী। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধা মালতীর মালা দিয়েই কৃষ্ণকে বরণ করেছেন। কবি তাঁর কবিতায় বহু বিচিত্র বৈচিত্র্যময় মালা পাঠককে উপহার দিয়েছেন। মালতী ফুলের মালা, কদম ফুলের মালা, হিরার মালা, মুক্তার মালা, গলার মালা, নির্মাল্যের মালা, মোতির মালা, পুষ্পের মালা, মুণ্ড মালা, রুদ্রাক্ষের মালা, চাঁদের মালা - এসব মালার উল্লেখ কবির কবিতায় মেলে। কৃষ্ণের পদদ্বয়কে কবি পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেন। হার ও হিরার মালা মূল্যবান অলংকার বিশেষ। এছাড়া অনার্য শিবের মুণ্ডমালা পরিধান আরণ্যক ভয়াল পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে। পদের পর পদে কবি মালার সঙ্গে রাধার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাসূত্রকে সংযুক্ত করেছেন। রাধার প্রণয়, আনন্দ, বেদনা, বিষাদ, আবেগ, অনুভূতি - এমন কি জীবন মৃত্যুর সুরতরঙ্গকে পুষ্পিত করেছেন কবি। পশ্যতোহর বা স্বর্ণকার সম্প্রদায় সোনা বা হিরের হার তৈরি করেন। পুরাণ মতে, স্বর্ণকারেরা বিশ্বকর্মার সন্তান। এঁদের কুলদেবী লক্ষ্মী। এঁরা স্বর্ণ কামার নামে চিহ্নিত। কিন্তু মালাকার সম্প্রদায় মূলত ফুল - মালাই তৈরি করেন। বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এঁদের সম্পদ।

মালা : - বিদ্যাপতির পদাবলীতে মালা এসেছে সৌন্দর্য প্রকাশের বিচিত্র উদ্ভাসে। মালার ব্যবহারে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব সাহিত্যে অনন্য। মিলন কামনায় অধীর কৃষ্ণ। কখনো মালাকে উপেক্ষা করেছেন, কখনো মালা এখানে পরিত্যক্ত। কোন পদে মালাকে বিদ্যুৎ লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোন পদে রাধার বেণী বিন্যাসে মালতী মালা জড়ানো। কোন পদে মালাকে প্রবাদের ব্যবহারে চিরন্তন শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে—

"তহ্নি সোঁ কহাঁ পিরীত রসাল।
বানর - কণ্ঠ কি মোতিম মাল"।[১১]

কোন পদে উপেক্ষিতা রাধা মালার মত পড়ে রয়েছেন। কোন পদে উৎসর্গীকৃত রাধাকে নির্মাল্যের মালার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিদ্যাপতির কবিতায় বাস্তব মিলনের চমৎকার অনুষঙ্গ এসেছে - মুক্তামালা সরিয়ে কৃষ্ণ রাধার স্তন স্পর্শ করেছেন। অনেক পদেই রাধা কৃষ্ণকে তাঁর গলার হার বলেছেন। কোন পদে আলপনায় মুক্তাহার দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে। কোন পদে বসন্তের জন্ম মুহূর্তে মস্তকে কদম্বের মালা পরানোর ছবি উঠে এসেছে। বিদ্যাপতি তাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশি এনেছেন মালতী ফুলের মালা। কবি এলোচুলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ককে আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় করেছেন তাঁর পদে। এছাড়া তারাফুল, তারাখসা তাঁর কাব্যরূপের এক অভিনব উৎসার। কেশের সঙ্গে ফুলের, ফুল এবং মালার সৌন্দর্য বর্ণনায় বিদ্যাপতির জুড়ি নেই। সমালোচক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন—

> "রূপবর্ণনায় লতার কথা বারবার কবির মনে আসিয়াছে। লতার কথা এবং ফুলমালার কথা। রাধাকে কামদেবের বিজয়লতা, বা ত্রিভুবনবিজয়ী মালা বলা হইয়াছে।"[১২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১) হিরার মালা : - রাধার হিরার মালা ছিঁড়ে গেল। মালা পরতে গিয়ে মঙ্গল আরতির চিহ্ন বলয় ভেঙে গেল। সামাজিক সংস্কার কবিতায় সক্রিয়। কবি লিখেছেন--

"ই দসিহালল দখিন চীর
হীরাধার হরাএল হীর।"[১৩]

২) মুক্তার মালা : - নীচ মানুষের প্রেমকে আদর করতে নেই। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা শোভা পায় না। অধমের সঙ্গে প্রেম হয় না। সে প্রেম বজায় থাকে না।

"তাকর সঙ্গে কাঁহা পিরিতি রসাল।
বানর গলে কাঁহা মোতিম মাল।।"[১৪]

৩) গলার মালা : - এই কবিতাটিতে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির মিল আছে। কি করবেন রাধা? দূর দেশে যেতে পারেন, শোকে মরতে পারেন, সাগরের জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করতে পারেন। প্রিয়ের গলার মালা পরে তিনি দেশে দেশে যোগিনী হয়ে ভ্রমণ করবেন। কবি লিখেছেন-

"নহেত পিয়ার গলার মালা ত পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।।"[১৫]

৪) কৃষ্ণের চরণদ্বয়কে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নখ পঙ্‌ক্তিকে চাঁদের মালার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অপূর্ব কৃষ্ণের রূপ। কবি লিখেছেন--

"কমল জুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুন তমাল।।"[১৬]

৫) মুক্তার মালা : - দূতী রাধাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গুঞ্জা এনে মুক্তার সঙ্গে গাঁথা হয়েছে। কাঞ্চনের অপেক্ষা অধিক ভাল বললেন, কিন্তু কাচের থেকে নিকৃষ্ট। কবি লিখেছেন-

"গুঞ্জ আনি মুকুতা তোহে গাঁথল
কএলহ মন্দি পরিপাটী।"[১৭]

৬) ফুলের মালা : - নায়িকার সঙ্গে বিদ্যুৎলতাকে তুলনা করা হয়েছে। রাত্রিকে নায়ক রূপে কল্পনা করেছেন কবি। নায়িকা রূপ বিদ্যুৎলতার তলায় নায়ক রূপ রাত্রি প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে সুরধুনী ধারা হল মুক্তার হার। চারদিকে যেন তারা খসে পড়ছে। আসলে গলায় পরা ফুলের মালা থেকে ফুল ঝরে পড়ছে। কবি লিখেছেন—

"তাড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল,
আঁতরে সুরধুনি ধারা।
তরল তিমিরশশি সূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা।।"[১৮]

৭) রাধা শিব নন, তাঁর শিরে জটা নেই, যা আছে তা বেণী বিন্যাস মাত্র। তাতে যে মালতী মালা জড়ানো আছে তা গঙ্গা নয়।

"নহি জটা ইহ বেনি-বিভঙ্গ।
মালতি—মাল সিরে নহ গঙ্গ।।"[১৯]

৮) মালতী প্রীতি কবির কাব্যকে অসাধারণত্ব দিয়েছে। মালতী ফুলের সৌরভ বিদ্যাপতির কবিতায় ভরপুর। পাঠককে আকৃষ্ট করে। কবি লিখেছেন—

"মালতি! সফল জীবন তোর।"[২০]

৯) মালতীর মালা : - রাধা শিরীষ ফুলের মত পদ্মিনী নারী। দূতী খুবই দজ্জাল, বাদ সেধেছে। মালতীর মালা হাতির হাতে দিয়েছে। কবি লিখেছেন—

"দূতি বড় দারুন সাধল বাদ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করি করে সোঁপল মালতি-মাল।।"[২১]

১০) মালতীর মালা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকলে যেরকম হয়, রাধারও সেই দশা হয়েছে।

"পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল জৈসে মালতিমালা।"[২২]

১১) নির্মাল্যের মালা : - রাধা নির্মাল্যের মালার মত। তিনি উৎসর্গীকৃত। পরে উপেক্ষিত হয়েছেন।

"তুহুঁ বিছুরলি বিহি কটাবলি
ভেলি নিমালিক মালা।"[২৩]

১২) মুক্তামালা : - নিদ্রিত রাধার গলায় মুক্তামালা ছিল। সকালে কৃষ্ণ এলেন। কাঁপা হস্তে রাধার বুকের হার সরিয়ে দিলেন। কবি লিখেছেন-

"সুতলি ছলহুঁ হম ঘরবা রে
গরবা মোতি হার।
রাতি জখনি ভিনুসরবা রে
পিয় আএল হমার।।"[২৪]

১৩) মোতির মালা ও রুদ্রাক্ষের হার : - শিবের মাহাত্ম্য বিষয়ক পদ এটি। শুনেছিলেন, গলায় মোতির মালা পরেছেন। কিন্তু গলায় মোতির মালা নয়। তিনি রুদ্রাক্ষের হার ধারণ করেছেন।

"সুনিঐহ্নি গরা মোতি মালল্য়,
আগে দেখিঐহ্নি রুদ্রক হারল্য়।"[২৫]

১৪) মুণ্ডমালা : - শিব ঠাকুর বিবাহ করতে চলেছেন। বৃষ টপর টপর করে এল। মুণ্ডমালার খটর খটর শব্দ হল। কবি লিখলেন--

"টপর টপর কএ বসহা আয়ল
খটর খটর রুণ্ডমাল।।"[২৬]

১৫) রুদ্রাক্ষের মালা : - শিবের দুই বালক পুত্রের আভরণ কিছুই নাই। অন্যের ছেলের আভরণ সোনা, রূপা - কিন্তু শিবের নিজের আভরণ রুদ্রাক্ষের মালা। কবি লিখলেন—

"আগে মাই, সোনা রুপা অনকা সুত অভরন
আপন রূদ্রক মাল।"[২৭]

১৬) মুক্তামালা : - বকুল গাছের তলায় ক্রন্দনরত কৃষ্ণকে দেখা গেল। কৃষ্ণ কাঁপছেন। তাঁর মসৃণ মুকুতামালা মাটিতে ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কবি লিখেছেন--

"অধিক বেপথ টূটি পড়ু খিতি
মসৃন মুকুতা - মাল রে।"[২৮]

১৭) গাঁথা ফুলের মালা : - গোধুলির সময় রাধা গৃহ থেকে বের হলেন। রাধিকা অল্প বয়সিনি সুন্দরী নারী, যেন গাঁথা ফুলমালা। অল্প দর্শনে আশা পূর্ণ হল না। মদনের জ্বালাই কেবল বাড়ল। কবি লিখলেন—

"ধনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি পুহপ - মালা।"[২৯]

১৮) ফুলমালা ও হার : - চুলে ফুল বলে হার পরালেন, আর তাতেই বোঝা গেল কৃষ্ণের প্রবল অনুরাগ।

"কুসুম বোলি কেশ পরিহল হার
কাজরে বণ্ডু পয়োধর ভাল।"[৩০]

১৯) কদমের মালা : - ঋতু বিষয়ক এই পদটি আশ্চর্য। শিশু বসন্তের জন্ম হয়েছে। শিশু বালক বসন্তের জন্য নব নব পল্লবের বিছানা পাতা হল। মস্তকে কদম্বের মালা দেওয়া হল। কবি লিখেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"নব নব পল্লব সেজ ওছাওল
সির দেল কদম্বক মালা।"[৩১]

২০) মালতী মালা : - স্বভাবতই চেতন বালা (রাধিকা) মদনের শরে মূর্ছিত হল। সুন্দরী রাধাকে দেখা গেল, যেন বাসি মালতী মালার মত পড়ে আছেন। কবি লিখেছেন—

"দেখিল সে ধনি হে
বাসি মালাতি মালা।"[৩২]

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করছেন। তিনি অক্রুরের রথে চড়ে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় ফিরে যাচ্ছেন। সায়াহ্নকালে তিনি মথুরা নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণ মালাকারের গৃহে উপস্থিত হলেন। মালাকার কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। এবং নানা গন্ধ ফুল উপহার দিলেন। কৃষ্ণ মালাকারকে বর প্রদান করলেন। বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত আছে—

"মালাকারায় কৃষ্ণোঽপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরান।
শ্রীস্ত্বাং মৎসংশ্রয়া ভদ্র ন কদাচিৎ প্রহাস্যতি।।
...
ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি।
যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি।।
নোপসর্গাদিকং দোষং যুষ্মৎসন্ততিসম্ভবঃ।
সম্প্রাপ্স্যতি মহাভাগ যাবৎ সূর্য্যো ধরিষ্যতি।।"[৩৩]

অর্থাৎ ১. "আমার বক্ষঃস্থিতা শ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।
২. "তোমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে।
৩. "তোমার বংশজাত কোন ব্যক্তি উপসর্গাদি (আকস্মিক রোগাদি) দোষ প্রাপ্ত হইবে না।"[৩৪]

বিদ্যাপতির কবিতায় নানা ফুলের মালা, নানা রত্নের মালা উল্লিখিত হয়েছে। কবিতায় যেমন আছে মালতীর মালা, কদম্বের মালা, তেমনি আছে হিরার মালা, মোতির মালা। কবি কল্পনায় চাঁদমালার প্রসঙ্গ আছে। আবার শিবের ভূষণ হিসাবে এসেছে রুদ্রাক্ষ মালা। এছাড়া মুণ্ডমালার উল্লেখ করেছেন বিদ্যাপতি। মুণ্ডমালা অনার্য যুগের প্রতিভাসকে বিম্বিত করেছে। আদিবাসী সমাজে ফুলমালার ব্যবহার লক্ষণীয়। শীলিত সমাজেও ফুলমালার প্রচলন অনেক। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

> "তাদের (উপজাতি) পোশাক-পরিচ্ছদ ঐতিহ্যবাহী, নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। তারা বনের ফল, ফুল, লতা, পাথর অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে।"[৩৫]

বিদ্যাপতি তাঁর রাধিকাকে শুধু হিরের মালা ও মুক্তো মালাতেই প্রসাধিত করেননি। বিদ্যাপতি তাঁর রাধিকাকে মালতী ফুলের মালা এবং কদম্ব ফুলের মালাতেও সজ্জিত করেছেন। গোপকন্যা রাধিকা আদিবাসী সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বহন করেছেন। মালাকার সম্প্রদায়ের সৃষ্ট মালা দিয়ে বিদ্যাপতি রাধিকাকে সৌন্দর্যের নন্দনকাননে বিচরণ করিয়েছেন।

বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের চৈতন্যপূর্ব যুগের যশস্বী কবি পুরুষ। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি রসাশ্রিত ভাব প্রবাহে আবিষ্ট নন তিনি। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কবির কবিতায় মুক্তপক্ষ, বাধা বন্ধহীন। ষোড়শ শতকের ভক্তিরস প্লাবিত বৈষ্ণব কবিকুল যখন গৌরচন্দ্রের বন্দনায় আপ্লুত; মালা ভক্তির অর্ঘ্য উপকরণ, তখন বিদ্যাপতির কবিতায় মালা মিলন সমাপতনের উন্মুক্ত প্রতীকী সংবেদ। মালা উপেক্ষার ভাষামুখ। মিলন মুহূর্তের সূচি বিষমতার চিহ্ন। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেম-প্রণয় শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের অনুগ ছিল না কখনো। মালা কবির কবিতায় মিলন মূহূর্তের রক্ত গোলাপের মুখর চিহ্ন স্মারক।

বন্ধু বৎসল কৃষ্ণের অনেক সখা। অলস মধ্যাহ্ন প্রহরে তাঁরা বাঁশি বাজায়। মাঠে মাঠে ধেনু চরায়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সখ্য' প্রবন্ধের মধ্য থেকে পাঠককে গুটি গুটি পায়ে যমুনার তীরে উপস্থিত করেছেন। লেখক লিখেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "যমুনাপুলিনে সখারা মিলিয়া কৃষ্ণকে রাজা করিল। কদম্বতরুতলে ফুলের সিংহাসন, সিংহাসনে আসীন রাজা কৃষ্ণ। গলে ফুলের মালা, শিরে ফুলের মুকুট, করে পদ্ম রাজদণ্ড।"[৩৬]

আজও বেলা পড়ে আসে। কিন্তু রাখাল বালকেরা নিঃশব্দে কখন কোথায় কিভাবে হারিয়েছে কে জানে। আমাদের গার্হস্থ্য সমাজ-সংসার থেকে মালাকারেরাও যুদ্ধ-ক্ষত সৈনিকের মত রাতের অন্ধকারে কোথায় হারালো কে জানে?

Reference:

১. তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পা.), ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডম্, দশম অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৩. H. H. Risley, Tribes and Castes of Bengal (Ethnographic Glossary) - Vol-II, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1892, Calcutta, P. 60
৪. মজুমদার, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র, ঠাকুরদাদার ঝুলি, পুষ্পমালা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ১৩৭
৫. দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পা.), বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৬৮
৬. ভট্টাচার্য, শ্রীবিজনবিহারী (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১১, পৃ. ৩৪-৩৫
৭. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৮২
৮. রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল : দ্বিতীয় খণ্ড, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পা. – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় – সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ২৩২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩
১০. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, নবম পরিচ্ছেদ, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি, ২০১২, পৃ. ১৬
১১. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার (সম্পা.), বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রকাশক – শ্রীশরৎকুমার মিত্র, ৮৫ নং গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩৫৯, পদসংখ্যা – ৭০২, পৃ. ৪৩৮
১২. বসু, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪১১
১৩. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার (সম্পা.), বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রকাশক – শ্রীশরৎকুমার মিত্র, ৮৫ নং গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩৫৯, পদসংখ্যা – ৬৭, পৃ. ৫১
১৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭৮, পৃ. ৫৯
১৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১৯০, পৃ. ১৩৯
১৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৬৩০, পৃ. ৩৯৯
১৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৩৯২, পৃ. ২৫৮
১৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৬৯৮, পৃ. ৪৩৫
১৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭০৫, পৃ. ৪৩৯
২০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৪৩, পৃ. ৩৬
২১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৬৮৫, পৃ. ৪২৯
২২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭২৬, পৃ. ৪৫১
২৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৭৪১, পৃ. ৪৫৯
২৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৮৫৯, পৃ. ৫২৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 10
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৮৯৬, পৃ. ৫৪৩
২৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৯০৩, পৃ. ৫৪৬
২৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৯০৫, পৃ. ৫৪৭
২৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৯২৩, পৃ. ৫৫৮
২৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৯৩১, পৃ. ৫৬৩
৩০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১০৭, পৃ. ৭৯
৩১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১৩৮, পৃ. ৯৯
৩২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১৬৮, পৃ. ১২০
৩৩. বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিষ্ণুপুরাণম্, সম্পা. – আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৩৯৮
৩৪. পূর্বোক্ত
৩৫. আহমদ, ড. ওয়াকিল, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, বাংলা বাজার, ঢাকা – ১১০০, সেপ্টেম্বর ২০১২, আশ্বিন ১৪১৯, পৃ. ৪৭
৩৬. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, সখ্য, বিবিধ প্রসঙ্গ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পা. – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় – সাহিত্য – পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ২৭৭